

45529 - মানুষ সৃষ্টির হকেমত

প্রশ্ন

মানুষ সৃষ্টির হকেমত বা গুট রহস্য কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আল্লাহ তাআলা “হকিমত” বা প্রজ্ঞার গুণে গুণান্বিত। তাঁর মহান নামের মধ্যে রয়েছে- “আল-হাকিম” বা প্রজ্ঞাবান।
জনে রাখা উচিত, আল্লাহ তাআলা কোন কিছু অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং তিনি অনর্থক কোন কিছু করা থেকে পবিত্র।
বরং তিনি মহান হকিমত ও সার্বকি কল্যাণের ভিত্তিতে সৃষ্টি করে থাকেন। এ হকেমত কউে জানে; কউে জানে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আসমান ও জমনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা কইমনে কর আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করছি। তোমরা আমার নকিট প্ররত্য়াবর্তন করবে না। সত্যকার বাদশা আল্লাহ মহান হোন। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নই; যনি মহান আরশের অধিপতি।”[সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১১৫, ১১৬] আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমান-জমনি এবং এ দুইটির মাঝে যা কিছু আছে সে সব আমি তোমাশা করে সৃষ্টি করনি।”[সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১৬] আল্লাহ আরও বলেন: “আমি আসমান-জমনি আর এ দুটির মাঝে যা আছে সে সব তোমাশা করে সৃষ্টি করনি। আমি ও দুটিকে যথায়থ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।”[সূরা দুখান, আয়াত: ৩৮, ৩৯] তিনি আরও বলেন: “হা-মীম। এই কতিব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথায়থভাবেই এবং নরিদষ্টি সময়েরে জন্মই সৃষ্টি করছি। কাফরেদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে তারা তা থেকে মুখ ফরিয়ে নেয়।”[সূরা আহকাফ, আয়াত: ১-৩]

মানুষ সৃষ্টির হকেমত শরয়ি দলিল দ্বারা যমেন সাব্যস্ত তমেনি যৌক্তকিভাবে সাব্যস্ত। সুতরাং যে কোন ববিকেবান মানুষ এটি মানতে বাধ্য যে, সবকিছু বশিষে হকেমতেরে প্রক্েষতি সৃষ্টি করা হয়েছে। ববিকেবান মানুষ ব্যক্তিগিত জীবনেও কোন

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কিছু কারণ ছাড়া করা থেকে নিজের পবিত্রতা ঘোষণা করে। সুতরাং মহান প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে আমরা কি ভাবতে পারি?!

তাইতো ববিকেবান মুমনিগণ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি-রহস্য সাব্যস্ত করে থাকেন। আর কাফরেরো সটো অস্বীকার করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশিঁচয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নদিশ্রন রয়েছে বটধ সম্পন্ন লটেকদরে জন্যে। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়তি অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবষণা করে আসমান ও জমনি সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে) পরওয়ারদগোর! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তটোমারই, আমাদগিকে তুমি দটোষথরে শাস্তি থকে বাঁচাও।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৯০-১৯১] সৃষ্টি সম্পর্কে কাফরেদরে দৃষ্টিভিঙ্গা তুলে ধরতে গিয়ে তনি বলেন: “আমি আসমান-যমীন ও এ দু’ এর মধ্য যা কিছু আছে তা অনর্থক সৃষ্টি করনি। এ রকম ধারণা তো কাফরির করা, কাজেই কাফরিদরে জন্য আছে জাহান্নামের দূর্ভটগে।” [সূরা স্বাদ, আয়াত: ২৭]

শাইখ আব্দুর সাদী (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমনি সৃষ্টির মহান হকেমত সম্পর্কে অবহতি করছেন যে, তনি এ দুটি উদ্দেশ্যহীনভাবে অনর্থক বা খলোচ্ছলে সৃষ্টি করবেন।

“এ রকম ধারণা তো কাফরির করা” অর্থাৎ এ রকম ধারণা কাফরেরো তাদরে প্রতাপালক সম্পর্কে করে। যে ধারণা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

“কাজেই কাফরিদরে জন্য আছে জাহান্নামের দূর্ভটগে” জাহান্নাম হকভাবে তাদরেকে পাকড়াও করবে এবং চরমভাবে পাকড়াও করবে। আল্লাহ তাআলা এ আসমান ও জমনিকে হকভাবে তথা ন্যায্যভাবে সৃষ্টি করছেন, ন্যায়রে জন্য সৃষ্টি করছেন। তনি এ দুটি সৃষ্টি করে বান্দাকে তাঁর মহান জ্ঞান, ক্ষমতা ও অবাধ পরাক্রমশালতি জানাতে চয়েছেন এবং জানাতে চয়েছেন যে, তনিহি একমাত্র মাবুদ বা উপাসনার পাত্র; যারা আসমান-জমনিরে একটি বিন্দুও সৃষ্টি করেনি তারা উপাসনার যোগ্য নয়। আরও জানাতে চয়েছেন যে, পুনরুত্থান হক বা সত্য। অচরিহে আল্লাহ তাআলা নকেকার ও বদকারদরে মধ্য ফয়সালা করবেন। আল্লাহর হকেমত সম্পর্কে অজ্ঞে ব্যক্তি যিনে মনে না করে যে, আল্লাহ উভয়ের সাথে সমান আচরণ করবেন। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলছেন: “যারা ঈমান এনছে ও সৎ কর্ম করছে আমি কি তাদরেকে পৃথিবীতে বপির্ষয় সৃষ্টিকারীদরে (কাফরেদরে) সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুততাকদিরেকে পাপাচারীদরে সমান গণ্য করব।” [সূরা স্বাদ, আয়াত: ২৮] উভয়ের সাথে সমান আচরণ আল্লাহর হকেমত ও তাঁর বধিন বরিটো। সমাপ্ত [তাফসরি সাদী, পৃষ্ঠা- ৭১২]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুই:

চতুষ্পদ জন্তুর মত শুধু পানাহার ও বংশবৃদ্ধির জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করছেন। অনেকে সৃষ্টির উপর আল্লাহ মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরকে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং যত মহান উদ্দেশ্যে তাদরেক সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাকে তারা বমোলুম ভুলে গেছে বা অস্বীকার করেছে। তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে- দুনিয়াকে উপভোগ করা। এদের জীবন চতুষ্পদ জন্তুর জীবনের মত। বরং তারা চতুষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যারা কুফর করে তারা ভোগ-বলিসে মত্ত থাকে আর আহাশ করবে যেভাবে আহাশ করে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়াররা।” [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত: ১২] তিনি আরও বলেন, “ছড়ে দাও ওদেরকে, ওরা খতে থাক আর ভোগ করতে থাক, আর (মথিযে) আশা ওদেরকে উদাসীনতায় ডুবিয়ে রাখুক, শীঘ্রই ওরা (ওদের আমলের পরণিতা) জানতে পারবে।” [সূরা আল-হজির, আয়াত: ৩] তিনি আরও বলেন: “আমি বহু সংখ্যক জীবন আর মানুষকে দোষখেরে জন্য সৃষ্টি করছি, তাদের অন্তর আছে কনিতুতা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কনিতুতা দিয়ে তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে কনিতুতা দিয়ে শোনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও নকিষ্টতর। তারা একবোরবে বে-খবর।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১৭৯] ববিকেবান সবাই জানবে যে, যে ব্যক্তি কোনে কিছু তরৌ করেনে তিনি এর হকেমত সম্পর্কে অন্যরে তুলনায় ভাল জাননে। আর আল্লাহর জন্য উত্তম উদাহরণ প্রযোজ্য, যেহেতু তিনিই মানুষ সৃষ্টি করছেন। তাই মানুষ সৃষ্টির হকেমত সম্পর্কে তিনিই ভাল জানবনে। দুনিয়াবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা যে সঠিক এ ব্যাপারে কারো কোনে দ্বমিত নহে। মানুষ নশিচতি যে, তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বশিষে একটা হকেমত বা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। চক্ষু সৃষ্টি করা হয়েছে দেখোর জন্য। কান সৃষ্টি করা হয়েছে শুনোর জন্য। এভাবে প্রত্যেকেটি অঙ্গ। এটিকি যুক্তসিঙ্গত যে, মানুষরে প্রত্যেকেটি অঙ্গ বশিষে একটা উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানব সত্ত্বাকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে? অথবা যনিতাকে সৃষ্টি করছেনে তিনি যখন তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেনে তখন সে সেটো গ্রহণ করতে নারাজ?!

তনি:

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করছেন যে, তিনি আসমান-জমনি, জীবন-মৃত্যু সৃষ্টি করছেন পরীক্ষা করার জন্য। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তাঁর আনুগত্য করে যাত তাকে পুরস্কৃত করতে পারনে; আর কে তাঁর অবাধ্য হয় যাত তাকে শাস্তি দিতে পারনে। তিনি বলেন: “যনিতা করছেনে মরণ ও জীবন যাত তোমাদেরকে পরীক্ষা করেনে- আমলেরে দকি দিয়ে তোমাদেরে মধ্যে কোনে ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি মহা শক্তধির, অতি ক্ষমাশীল।” [সূরা আল-মুল্ক, আয়াত: ২]

এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর প্রভাব ফুটে উঠে। যমেন-‘আল-রহমান’, ‘আল-গফুর’, ‘আল-হাকমি’, ‘আল-

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

তাওয়াব', 'আল-রহীম' ইত্যাদি আল্লাহর গুণবাচক নাম।

সবচেয়ে যত্নে মহান উদ্দেশ্য ও মহা পরীক্ষার জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটো হচ্ছে- তাওহীদ বা নরিংকুশভাবে এক আল্লাহর ইবাদতের নরিদশে প্রদান করা। আল্লাহ নজিহে মানুষ সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: “আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।” [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন:

অর্থাৎ আমি তাদেরকে সৃষ্টি করছি তাদেরকে আমার ইবাদতের নরিদশে প্রদান করার জন্য; তাদের প্রতি আমার মুখাপেক্ষিতির কারণে নয়। আলি বিন আবু তালহা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, “একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য” অর্থাৎ যাত তাই ইচ্ছাই বা অনচ্ছায় আমার ইবাদতের স্বীকৃতি দিয়ে। এটি ইবনে জারীরের নরিবাচতি তাফসরি। ইবনে জুরাইয বলেন: যাত তাই আমাকে চনি। আল-রাবি বিন আনাস বলেন: “একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য” অর্থাৎ ইবাদতের জন্য। সমাপ্ত [তাফসরি ইবনে কাছরি (৪/২৩৯)]

শাইখ আব্দুর রহমান আল-সাদী (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, তাঁর নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে তাঁকে চনোর জন্য এবং তিনি তাঁকে সে নরিদশে দিচ্ছেন। যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হবে এবং নরিদশে পালন করবে সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি মুখ ফরিয়ে নবি সে ক্ষতগ্রস্ত। তাদেরকে এমনস্থানে সম্মিলিত করা অনবির্ষ যখনে তিনি তাদেরকে তার আদশে-নবিধে পালনের ভিত্তিতে প্রতিদিন দিতে পারবেন। এ কারণে মুশরকিদরে প্রতিদিনকে অস্বীকার করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, নশিচয় তমাদদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত ওঠানো হবে, তখন কাফরেরা অবশ্য বলে এটা তম স্পষ্ট যাদু!” [সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] অর্থাৎ যদি আপনি এদেরকে বলেন এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানে ব্যাপারে সংবাদ দেন তারা আপনার কথায় বশ্বাস করবে না। বরং আপনাকে তীব্রভাবে মথিয়ান করবে এবং আপনি যা নিয়ে এসছেন সেটোর উপর অপবাদ দবি। তারা বলবে: “এটা তম স্পষ্ট যাদু”

জনে রাখুন এটা স্পষ্ট সত্য। সমাপ্ত [তাফসরি সাদী, পৃষ্ঠা- ৩৩৩]

আল্লাহই ভাল জানেন।